অম্ল মধুর - ৮ : লুটোপুটি আর বাটাবাটির স্বাধীনতা

কল্যাণ দেশমুখ্য, ৮ আগস্ট ২০২০

গৃহস্থের যেমন কীর্তনের আয়োজন করার স্বাধীনতা আছে, তেমনি উপস্থিত শ্রোতাদের লুটের প্রসাদ কুড়াবার ও স্বাধীনতা আছে। কীর্তনের পর লুট হবেই। যার যেমন শক্তি সে তাই কুড়িয়ে নেয়। কেউ কুড়িয়ে নেয় কলা, কেউ পায় ঠেলা ধাক্কা। কেউ কুড়ায় নকুল, কেউ নারকেল। কেউ খুশি বাতাসায়, কেউ মরে হতাশায়। কেউ পায় ভোট, কেউ নেয় নোট। ব্রিটিশ শাসনে থাকাকালীন সময়ে আমাদের লুটের স্বাধীনতা ছিলনা। বোধহয় শাসকগোষ্ঠী ধর্মে খ্রিষ্টান ছিল বলে তাদের রাজত্বে লুট যেমন ছিলনা, তেমনি লুটের প্রসাদ ও ছিলনা। কীর্তন হবে, লুট দেব, লুটের প্রসাদ কুড়াব ভেবেই আমরা সবাই মিলে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের মেরে কেটে দেশ থেকে তাড়ালাম। তারা চলে গেলেও তাদের ল্যাজ রয়ে গেছে। সাদা সাহেবের পরিবর্তে আছে কালো সাহেব। সাদা সাহেবরা দেখতে যেমন সাদা রঙের ছিল, তেমনি তাদের বহু কাজকর্ম ও ছিল সাদা। আমাদের কালো সাহেবদের কালো কাজের কথা তারা ধারণা করতেই পারবেনা। বফরস, হাওলা, গাওলা, তহলকার মতো কত কালো কাজ যে এখন ও কালো বাক্সে বন্দী হয়ে আছে কে জানে। অধিকাংশ কালো সাহেবদের নীতি হলো, লুটলে ভাইয়া।

দাদা, আপনি বিয়ে থা করেননি, ব্যাচেলর মানুষ।

তাই জিজ্ঞেস করছি দাদা, আপনি কি পাক করে খান ? না ফাঁক করে খান ?

শোনো ছোটভাই, বাড়িতে আমি খাই পাক করে। আর অফিসে খাই ফাঁক করে।

আরে দাদা, ফাঁক করেই তো খাবেন। যুগটাই যে পড়েছে ফাঁক করে খাওয়ার। যিনি যতবেশি ফাঁক করে খাচ্ছেন, তার-ই তত নামডাক।তার- ই তত হাঁকডাক।

কথায় বলে , পয়সা দেখলে পাথরেও হাঁ করে। তাইতো দেখি, স্বাধীন দেশে পাতাল রেলের মতো তৈরি হয়েছে নেতা- পুলিসের পাতাল চুক্তি। তদরধণ্ড মদরধণ্ড। তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক। সিবিআই ? কুছ পরোয়া নেহি। দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করার ক্ষমতা রাখে। মন্ত্রী ? নিজের লোক। ভয়ের কিছু নেই। জীবিতকে মৃত আর মৃতকে জীবিত বানাতে সক্ষম।

স্বাধীন ভারতে তীর খেলার মতো সর্বত্র চলছে ডুপ্লিকেট অর্থাৎ নকলের খেলা। বাজারে নকল ওষুধ, নকল টাকা, নকল পুলিশ, নকল স্বাধীনতা সংগ্রামী, নকল পীর, নকল সন্ন্যাসী, নকল মিলিটারি আছে। আর আমরা অনেকেই মুখোশ না পরে নকল মানুষ সেজেছি। বাহ্ চমৎকার। এমন নকল দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ভাষায় , 'আসল নকল সব একাকার হয়ে গেছে গো '। স্বাধীন এই দেশে আমরা 'মামার গাড়িতে' চড়ে যত্রতত্র অবাধে যাতায়াত করতে পারি। মাথাগরম দুয়েকজন মামা যদি ভাগ্নে ভাগ্নির আব্দার মেটাতে না চান, তাহলে সামান্য পান বিড়ির দাম দিলেই চলে। রেলগাড়ি যেখানে খুশি থামিয়ে ড্রাইভার ডিজেল, মবিল, পেট্রোল বিক্রি করতে পারেন। ক্ষৌরকার দ্বারা মস্তক মুন্ডন কর্মের মতো আমরা ইচ্ছে করলেই নিমেষে পাহাড়-পর্বত, টিলা-টক্করের মস্তক সাফ করে দিতে পারি। সরকার আমাদের নির্দেশ দেয় , স্থানে স্থানে আপনারা বৃক্ষ রোপন করুন। টিকিট কেটে রেলে যাতায়াত করুন। তেমনি শোনা যায়, রেলকর্মী তথা বনকর্মীদের ঊর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে নাকি তাদের অলিখিত চুক্তি আছে, তোলা আদায় করে পাঠাও। এ যেন সর্প

হয়ে দংশ গুরু ওঝা হয়ে ঝাড়ো। চাকরির বাজারে আমরা দেখতে পাই, ছোট মহাজন অর্থাৎ খুচরো বিক্রেতা ওরফে দালাল বলে মার্কশিট, সার্টিফিকেটের কথায় গুলি মারুন। টনিকের জোর কেমন আছে তাই বলুন। রবি ঠাকুর বলেছেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। রাষ্ট্রভাষায় বলা হয়, পয়সা ফেকো তামাশা দেখো। বড় মহাজন অর্থাৎ পাইকারি বিক্রেতা বলেন, গরিবের জন্য ভগবান আছেন। ধনীর জয় আমি আছি। আজ নগদ কাল বাকি। কে আছো জোওয়ান হোও আগুয়ান। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কবিগুরু লিখেছেন, 'পড়ে যায় কাড়াকাড়ি, কে করিবে আগে প্রাণদান'। তেমনি চাকরির বাজারে ও স্বচ্ছল বেকারদের মধ্যে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি, কে করবে আগে বড় বান্ডিল দান। বিভিন্ন অফিসে গেলে আমরা দেখি, অনেক কর্মচারীর নীতি হলো , 'আসি যাই মাইনে পাই। কাজ করলে উপরি চাই '। সেখানে ও চলছে ওই দিবে আর নিবের খেলা। ফাইলপত্র উপর নীচ হবে , না টেবিল থেকে উধাও হয়ে যাবে, তাও নির্ভর করছে ওই টনিকের উপর।

দাদা, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ, সমাজবাদের মধ্যে আপনি কোন্ বাদ- এ বিশ্বাসী ? আরে ভাই, এগুলোর কোনোটাতেই আমার বিশ্বাস নেই। অধিকাংশ নাগরিকের মতো আমি ও সুবিধাবাদে বিশ্বাসী। আমি গান্ধীবাদ বলতে গান্ধীর নির্দেশিত পথকে বাদ দিয়ে চলা বুঝি। আমার কাছে মার্কসকে বাদ দিয়ে চলার নাম মার্কসবাদ। আর সমাজকে বাদ দিয়ে চলার নাম সমাজবাদ। তবে সবার উপরে অতি লোভনীয় তথা বিশেষ আকর্ষণীয় যে বাদ খোলা বাজারে বর্তমানে চালু আছে তাকে বলে সুবিধাবাদ। দেশের কিছু নেতা থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিশু পর্যন্ত আজকাল অনেকেই সুবিধাবাদে বিশ্বাসী। সুবিধাবাদ জয় হো।

৭৩ বছর পর দেশের বর্তমান স্বাধীনতার অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে ভাই ? আসল স্বাধীনতা পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগীর মতো সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নকল স্বাধীনতার দৌলতে কেউ কেউ বস্তা সামান্য ফাঁক করে খাচ্ছেন। কেউ কেউ পুকুর চুরি করছেন। অন্য কেউ কেউ দিঘি চুরি করে পেট মোটা করছেন। গনতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা কী দাদা ? সে বস্তুটা শ্বাস প্রশ্বাস রহিত অবস্থায় বর্তমানে কফিনে শায়িত আছে। তবে দেশের নিম্নবিত্ত তথা দারিদ্রসীমার নীচে যারা বসবাস করছেন, তারা কি আজ পর্যন্ত কোন ও ধরনের স্বাধীনতা পাননি ? পেয়েছেন ভাই পেয়েছেন। দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যে 'কমন' স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছেন তা হলো, বঙ্গোপসাগরের নিম্ন চাপের মতো নিজ নিজ নাভি দেশের আশেপাশে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে যেখানে খুশি অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে ডান- বাম না তাকিয়ে নিশ্চিন্তে কয়লার ইঞ্জিনের মতো গরম জল ফেলে যাওয়ার স্বাধীনতা।

(C) Ishankotha